১৯৩৪ সালের অপ্রকাশিত দিনলিপির কয়েকটি পাতা

10.6.34

সাতবেড়েতে কে একজন পদ্য লিখেচে। সে বিড়ি বাঁধে। আমার কাছে পাঠিয়েচে, আমি পড়চি—রাণু এসে বল্লে—দাদা, পদ্যটা দিন, মা পড়বে।

আমি বল্লুম—পড়্ তো দেখি—

সে দাঁড়িয়ে পড়লে।

ও ঘরে খুকু গান করচে।

আমি পাঁচীদের জানলায় দাঁড়িয়ে শুন্‌চি লুকিয়ে। কারণ সামনে গেলে ওরা গাইবে না। পাঁচী জান্‌লায় দাঁড়িয়ে আছে বল্লে। আসুন মামা দাঁড়ান—

তারপর বল্লেও গানটা কি মামা ?হে নটরাজ— ?

তাকে বলে দিলুম। আমি আর কালো ওদের পানচালার পৈঠাতে লুকিয়ে বসে গান শুন্‌চি। খুকুকে কে বলে দিয়েচে, সে হঠাৎ ঝপাং করে দোর খুলেই আমায় দেখে হেসে উঠেচে—

আমি এক লাফে দৌড়। খুকু বল্লে—চোরের মতো চুরি করে গান শোনা হচ্ছে ?

তারপর রানু এসে পদ্যটা নিয়ে গেল। আমি যখন হাটে যাই, তখন ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়চে।...

সন্ধ্যায় খুকু এসে বস্‌ল। ও বকুলতলাতেও গেল—যখন আমি সেখানে বসে আছি। কত গল্প হল।

হাটে যাচ্চি—সতীশ কাকাদের উঠোনে চার পাঁচটা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দোকানটাতে খেলা করচে—they are pretending that they are shopkeepers. আমি গিয়ে জিগ্যেস কর্তেই ছোট মেয়েটা ভয় পেয়ে বল্লে—যাও না, আমরা যাচ্ছি।

ভয়ে ভয়ে মনু একটা জবা ফুল তুলে আমার হাতে দিলে।

আমি ওদের দাদা হই এই সম্পর্কে।

A man of maturity fell in love with a girl by 12. She is not a pretty girl but very vivacious. To describe the incidents that led to the strange affection. Love is returned.

ঘাটের পথে ডাক্‌লে, শুনুন দাদা—। নাইবার সময় জিগ্যেস করতে আসে—আসুন নাইতে যাবেন না দাদা ?...আমসত্ত্ব দেওয়া। ওর সঙ্গে যাই—দুজনে উঠে আসি। নির্জনে প্রায়ই দেখা। ওর হাসি কি মধুর।

ওকে বল্লে—কলকাতায় স্কুলে গিয়ে পড়বো। মেয়েও বলে—আমি তাই যাবো দাদা। আমার বড় ইচ্ছে—

বোর্ডিং-এ থাকে। মাঝে মাঝে বেড়াতে নিয়ে যায়।... কত কথাই হয়।

ও matric পাশ করলে। দাদা তখন 46 ও বিয়ের চেষ্টা করে। ও বলে, কেন আপনি ও চেষ্টা করবেন ?আমি বিয়ে করবো না।

পাগল হলি নাকি খুকু ?...

পাত্র Deputy, তার সঙ্গেই বিয়ের সম্বন্ধ।

মেয়ে অনড়। কখনই বিয়ে করবো না। ধনুর্ভঙ্গ পণ। ও অনেক চেষ্টা করে। কিছুতেই না।

Suddenly she is in love with a man. Marries him...asks him to go. He goes. Children. He is old. বলে আমার এখানে আসুন। সেবা করি। আসে না।

[পৃষ্ঠা-২]

1.10.34 (...)

একদিন একজন ভাবলে পার্টি থেকে এসে যে the world is no longer young —মনে ওর একটা ক্ষোভ হল যে বয়স হয়ে যাচ্চে।

শেষরাত্রে জ্যোৎস্না পড়েচে বারান্দাতে—ঘুম থেকে দেখলে বহুদূরের দিকচক্রবালের নীচে তার সেই গ্রামখানি—সেখানে এই ভাদ্রমাসে এক শৈশবে নীল বনকলমী ফুলে ছাওয়া ঝোপের তলায় সে মা পিসিমা, ও পাড়ার ন'দিদিদের সঙ্গে চাপড়াষষ্ঠীতে গিয়েচে—ইছামতীর জল বেড়ে উঠে রাস্তায় এসেচে—সকালবেলায় সূর্যের আলো পড়েচে নাটাকাঁটা বনের মাথায়—লতাপাতার ঝোপে। বালকই সে—মায়ের পেছনে পেছনে ঘুরচে ক্ষীরের পুতুলের লোভে।...মনে একটা শান্ত নিস্তব্ধতা...যথেষ্ট শান্তি...জীবনের অপূর্ব রহস্যে আকাশের নক্ষত্রগুলি যেন স্পন্দিত হচ্ছে।

আবার জীবন আসবে—আবার কত বাল্য, কত শৈশব এই রকম আসবে—যৌবনও কত আসবে তার ঠিক আছে ?অনন্ত কালের তুলনায়—তারা কত বেশি—

একজন Old actor কার্তিক বাবু। বলে আমাদের Old actor—School—এখন নতুনদের দিন।

A sweet little girl in a village School—graceful & beautiful. Wild & unruly. মাকে রুখে রুখে কথা বলে। মা বলে, কার বাড়ি যাবি, আমি সহ্য করচি, সবাই কি আর সহ্য করবে ?বই মুখ দিয়ে বসে আছিস্ যে ?

মাস্টারকে সে প্রবাসীর শাড়ির বিজ্ঞাপন দেখায়—বলে আমি দেখাচ্চি, দেখুন বসে বসে। এই হল কলাপী শাড়ি। এই মেঘমালা শাড়ি।

অঙ্ক কসতে গিয়ে বুঝতে পারে না, সব গোলমাল হয়ে যায়। হাসে। অপ্রতিভ হয়।

শ্লেট নেই, পেন্সিল নেই—অপরের শ্লেট নিয়েছিল বলে সে হাতে আঁচড়ে কামড়ে দেয়। তবুও অপ্রতিভের হাসি হাসে। মাস্টার স্কুলে এলে একজন বলে—শুনুন স্যার, আজ মাসিকে নন্টু যা হাতে কামড়ে দিয়েছিল, ওর পেন্সিল নিয়েছিল বলে। মাস্টারের মনে কষ্ট হয়। সে ওকে বকে, ওকে ভালোবাসেও।

[পৃষ্ঠা-৩]

বলে বলুন দেখি একটা হেয়ালি ?—হি হি

এখানে একটা হেঁয়ালি।

বলতে পারলেন না—বলতে পারলেন না—আপনি বি.এ. পাশ, আপনার মাথায় এল না—

কাছে এসে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলে—বলতে পারলেন না তো ! আচ্ছা কাল আমি এটা ছাপিয়ে দেব ?ঠিক তো—হি হি—

তারপর অনুনয় করলে গম্ভীর সুরে বলে—

...নিতুর দাদামশায় এসেছিলেন। রোজ সন্ধ্যার সময় তাঁর কাছে গিয়ে বসতুম। তাঁর কাছে শিখেচি। আমি বলে দেব সত্যি। তা হলে আমার কি আর রইল ?

তারপর যেচে এসে আবার শিখিয়ে দিয়ে যায়। এদিকে সয় না—আমার বুকের কাপড় খুলে গেলে ত্রস্তে বুকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়।

একটা গল্প করুন। রোজ তার ভূতের গল্প শোনা চাই। কত রাত পর্যন্ত ভূতের গল্প শোনা চাই'ই। মা ডেকে ডেকে ফিরে যায়।

এক একদিন বলে—শুনুন এই আমাদের মামার বাড়ি একটা ছেলে আছে, তার নাম নীলবরণ—হি হি—নীলবরণ—কেমন নাম—না ?

দুটি চালভাজা তেল নুন মেখে নিয়ে বাটি লুকিয়ে আঁচলে নিয়ে সলজ্জভাবে এসে মাস্টারেকে দেয়। পাছে অন্য কেউ টের পায়।

একদিন পান্তভাত লেবুর পাতা দিয়ে খাচ্চে—কেউ নেই ঘরে—ও গিয়ে দোর ঠেলে বলে—কি খাচ্ছিস্ ?

আসতে দেখে লজ্জায় দোর দিতে যায়—বলে পারে না—দেখে পান্তভাত। বলে, বড় লজ্জা হল—পান্তভাত !

একদিন মাস্টার একটা নীল কচুড়ী পানার ফুল ভাসিয়ে বলে—নদীর মাঝখান থেকে সাঁতরে এনেচি—

ও ভয়ে বলে—বাবা ! কি করে গেলেন ?

মাস্টার হঠাৎ উঠে ফুলটা খোঁপায় গুঁজে গিয়ে বলে—বেশ দেখাচ্ছে—হুঁ হুঁ খুলে ফেলিস্‌নে—বলে—বেশ দেখাচ্ছে তো থাক।

চোদ্দ শাকের দিন তুললে—গাঁদামণি, বৌ টুনটুনি, শাদা নটে, রাঙা নটে, গোয়াল নটে, সজ্‌নে, রাঙা আলুর শাক, ক্ষুদে ননী, ছোলার শাক, মটরের শাক, পালং, পুনর্ণবা, শান্তিশাক, কাঁচড়াদাম, কলমি।

[পৃষ্ঠা-৪]

বল্লে-দেখুন ?

মুখ তুলে দেখি—ছাদে চুল শুকুচ্চে। আমায় দেখে ছাদেরআল্‌সার আড়ালে মুখ লুকুলো। তারপর বল্লে—ওই জান্‌লার ধারে বসুন। রাত্রে আবার জুতো পায়ে এসে উঠল বারান্দাতে। ডাকলে, প্রথম বল্লে—না, তখনি এল। অথচ পুরান-কথার সময় যেন না বলে আমি বল্লুম—তোমায় তোষামোদ করব না—চল্লুম।

সে বল্লে—যান্।

তারপর শুনি তার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েচে। সেই জন্যে যায়নি।

সে কথা বলে যেন নাচের ভঙ্গিতে—হাত পা নাড়িয়ে কি দেখায় কিশোরী—সব যেন নৃত্যচঞ্চল ভঙ্গি। কি অপূর্ব লাবণ্যময়ী !

বলে শুনুন। এই আমাদের দোকানে আজ কালীপুজো, কত লোকজন খাবে। বট গাছ, বনে পর্যন্ত হয়। আহা, কি চমৎকার বোনে—একটা গোলাপ ফুল বুনেছিল—যেন সত্যিকার গোলাপ। ওর সুন্দর ডাগর চোখের স্নিগ্ধ চাউনি যেন ঘন শ্রাবণের গভীর নিশীথের বারিধারার মতো স্নিগ্ধ সুমুখ জ্যোৎস্না রাত্রে হেমন্তের শিশিরার্দ্র বন্য মরচে লতায় ফুলের সুবাসের মতো রহস্যময় ও পবিত্র—কত কি কথা বলে ! কত কি হাসে অকারণে ! অকারণে হাসিটা কি মধুর ! প্রত্যেক ভঙ্গি, প্রত্যেকে নিজের অজ্ঞাতসারে হাত-পার ভঙ্গি কি মধুর !..বড় বড় চোখের চাউনি কখনো শান্ত, কখনো কৌতুকোচ্ছল—কখনো মৃদু ও সলজ্জ, কখনো দুষ্টামিতে ভরা।

একদিন মাঠে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে তার কি আনন্দ। লতা ধরে সে দুলতে লাগল—আমার মনে হল যেন বনদেবী। কেবল বলে—আসুন, এটা দেখুন, ওটা দেখুন। ছুটোছুটি করে, মাঠে অনেক দূর ছুটে যায়। ঐ দেখুন, কেমন শুভ্র, উজ্জ্বল মেঘ। কখনো বলে, "ঐ দেখুন অস্ত আকাশের ঘটাচ্ছন্ন মেঘ।"

ঐ যে আমি ওকে উৎসাহ দিয়ে বলেচি—বেশ ভালো লেখে, আর যাবি কোথায়, আমায় দেখাতে তো হবে ?

ঐ দেখুন কেমন গাছপালা, শ্যামল পত্রপুষ্প—না ?

হি হি করে হাসে।

এই ধরনের কবিত্বমাখা কথা বলবার চেষ্টা করে।

ওর সজীবতা দেখে, লাবণ্য দেখে মনে হল সত্যিই এই বনভূমিতে কিশোরী বনদেবী এই অপরাহ্নে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্চেন।

[পৃষ্ঠা-৫]

একদিন সে এসে মুখে মুখে রচনা শোনাতে লাগল। বলে...একদিন একটি মেয়ে ইত্যাদি...কালো কাজল মেঘ—"হি হি করে ছেলেমানুষি হাসি হেসে একদিকে কাত হয়ে পড়ে দুহাতে মুখ ঢাকে। রূপসী কিশোরী কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বালিকা উচ্চারণ করে—'কা-আ-আ-লো কাজল মেঘ। আর সেই সময় আকাশের দিকে ডাগর ডাগর চোখ দুটি অপরূপ লীলায়িত ভঙ্গিতে তুলে কি সুন্দর ভাবটা করে।

'কালো কাজল মেঘ' খানিকটা আগে কি বইয়ে ও পড়েচে। তারপর একটা বর্ণনা দুজনে মিলে করে। সে খানিকটা ছেলেমানুষি ধরনের বলে, কত কি ভুল করে, অবুঝ হয়। মাঝে মাঝে অন্য বইয়ের থেকে কি সদ্যপড়া নভেলের দু'একটি কথা থাকে—আমি তা মেনে নিই—উৎসাহ দেবার জন্যে নিজেও দু'একটা কথা যোগ করে দিই। সে একটা গল্প বলে বানিয়ে। আমারই মুখে শোনা একটা গল্পের অনুরূপ। আমি তাতে কান দিইনে—বলি বেশ হয়েচে। বলে—আপনি ছাপিয়ে দেবেন তো ?সন্ধ্যার সময় এসে বলে—একটা জিনিস খাবেন তো হাঁ করুন। তারপর আমার মুখে ভাজা মশলা ফেলে দেয়। জানে আমি ভালোবাসি—একদিন ওকে বলেছিলুম তোর মা মসলা ভাজে ?বেশ গন্ধ বেরোয়। তাই। মনে রেখেচে তো সে আজ ৫ মাস আগের কথা।

কি হাসি, হাসতে হাসতে কেবল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে একধারে কাৎ হয়ে ছেলেমানুষের মতো। মনখোলা উদার ছেলেমি হাসি—ওর মুখের হাসি শরতের নদীতীরের কাশফুলের মতো শুভ্র, অপাপবিদ্ধ ও মুক্ত।

এদিকে যখনই আসে, ইচ্ছা যে এখানে আসে—কিন্তু সামনে দিয়ে চলে যায়। ডাকলে বল্লে—কি ?বলে হাসতে হাসতে আসে।

একদিন বলে—যাই ঘুম আস্‌চে।

বলি—গেলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো। বোস্ এখানে—

—না দাদা—যাই।

—না, বোস্।

আর যায় না।

সংসারের কাজে বেজায় অপটু ও আনাড়ি। মায়ের কাছে নিয়মিত বকুনি খায়, মা বলে দূর আপদ্।বালাইটার জ্বালায় মলাম, একটা কাজে লাগে না—কেবল নেচে নেচে বেড়াচ্চেন—আর বই মুখে দিনরাত বিবির। আবার খুব ভালোও বাসে মেয়েকে, চোখের আড়াল করতে পারে না।

মেয়ে হারিকেনের পলতে অন্য লোককে কিনতে পয়সা দিয়েছিল; তারা রাতে দেয়—ও পথে কোথায় হারিয়ে ফেলে। অন্য ছেলে কুড়িয়ে পেয়ে মাকে দেয়। মা বলে—এদিকে আয়, হারিকেনের পল্‌তে কোথায় ?তোর হাতে যে দিয়েছিল ?মেয়ে আকাশ থেকে পড়ে। মার খায়।

ওকে পাড়ার অন্য সব মেয়েরা 'আপনি আজ্ঞে' করে। ও বলে—শুনুন আমায় সবাই ভয় করে। কথাটা সত্যি। সব ভয় করে। সঙ্গে ছেলেমেয়েরা একদল ঘোরে সর্বদা।

[পৃষ্ঠা-৬]

আমায় বল্লে—যদি গল্প লিখতে পারো একটা কি দেবেন আমায় !

—একটা ময়ূর ব্রচ দেবো। রূপোর।

ও বল্লে—কিসের ?রূপোর ওপরে মীনে করা তো ?আমি দেখেচি আমার মাসতুতোবোন নীরদার কাছে। সেইরকম একটা দেবেন তো ?...

সবাই ডাকে রাসমণি বলে। একবার স্নান করে উঠে সকালে পুজোর জায়গা করেছিল, সবাই দেখতে এল—বললে রাসমণি পুজোর আয়োজন করেচে—চণ্ডীদাস পুজো করবে। দেখে আসি কেমন হয়েচে।

একটা গল্প যদি লেখা যায় ইছামতীর তীরে ক্ষুদে ক্ষুদে অজানা ফুল ফুটেচে (ডায়েরিতে এর কথা লিখেচি আজ) প্রথম হেমন্তে। ডাঙায় তিৎপল্লা ফুল, ঐ অজানা ফুল, নীল বনকলমী, কেঁয়োঝাঁকা, বন-শিম,—জলে নীল বনকলমী, কচুরীপানার ফুল। এই আবহাওয়ার মধ্যে ছোট একটি কিশোরী কোনো গ্রামের একটা মুক্তাগর্ভ ঝিনুক পেয়েচে। বেশ মানাবে। শেষ হেমন্তের সময়। গ্রামের সকলের সুখ দুঃখ জড়িয়ে 'ইছামতী' হবে বইখানার নাম। ও আর একদিন গেল। সেদিন বল্লে—আপনি চলে যাবার পরে সবাই কাঁদচে আপনার জন্যে। মারতে গেল একটা চড়—বল্লে—মারলেন আমায় ?

—দাদা এসেচে আজ।

কোনো স্কুল বা যমুনাদাস মাড়োয়ারির গো-রক্ষিণী সভা। কিংবা ক্লারিজ সাহেবের স্কুল। সেখানে কেউ কাজ করে। পলে পলে বাইরের ঠাট বজায় রেখে কি করে সর্বস্বান্ত হল। দু-একজন প্রভুভক্ত লোক। আমাদের দু-মাসের মাইনে দিয়ে ছাড়িয়ে দিলে—ala Mohony... খুব আত্মত্যাগী principled মানুষ। Principle-এর খাতিরে সব করলে। একটা quaint establishment-এর ইতিহাস-এর সঙ্গে ছড়ানো সুখদুঃখ কোনো পরিবারের।

[এই সন্ধার I felt a strong emotion while writing this note.

26.1.35

"জন্মে জন্মে ফিরি এ মোহন দুনিয়ায়

দুঃখীর অশ্রুজল মুছাইয়া যাবে তায়"

Sparks Walker...একজন দরিদ্র যুবক, বেতার বালক, গ্রীক জাহাজের কাপ্তেন কর্তৃক উৎপীড়িত ও নিষ্ঠুরভাবে অবমানিত। একটা নভেল লিখতে হবে যার সব চরিত্রই দুষ্টু ও মন্দ লোক। নীচ। স্বার্থপর ও ছোট—Cruel। কেউ শেষ পর্যন্ত ভালো হবে না। Unrelieved Cruelty চরম। একটা Innocent young boy সকলের ষড়যন্ত্রে ও চাপে মারা পড়বে। এই দুঃখের ছবিই আঁকতে হবে। এই তোসত্যিকার মিশন। এতে অন্য সকলের চোখ ফুটবে। দুঃখের Depth কতটা, মানুষ কত খারাপ হতে পারে—একথা অনেকে জানে না। Zoo Garden-এর সেই সাহেব যুবকটির মতো চেহারা। যেন ভীরু হয়ে গেছে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে। ওরই জীবন আঁকতে হবে।

অগ্রন্থিত রচনাসূত্র প্রসঙ্গ

[লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে কোনো রচনার আগেই সম্ভাব্য চরিত্রের আদল, প্রকৃতি বা প্রবণতার চিহ্নগুলিকে প্রায়শই সংক্ষিপ্ত আঁচড়ের টানে লিখে রাখতেন। ঘটনার পারম্পর্য, পরিণতি বিকাশ বা বিস্তারের পক্ষে নিঃসন্দেহে এইসব তথ্যাদি জরুরি উপাদান হিসেবে গ্রাহ্য। কিন্তু বিভূতিভূষণের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি শুধু পটভূমি বা ঘটনাগুলির সম্ভাব্য ইঙ্গিতগুলিকে অতি সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। তা থেকেই তিনি তাঁর রচনায় বিশ্বাসযোগ্য পরিবেশ বা পটভূমিকা সহজেই সৃষ্টি করতে সক্ষম হতেন। তারিখের অনুসূত্র সম্বলিত এই সব নির্দেশাদি অনেক সময় নেহাতই ঘটনার সমষ্টি হয়ে বহুকাল অব্যবহৃত থেকে গেছে। কিন্তু তা আবার অনেক ক্ষেত্রেই বীজ থেকে মহীরূহে পরিণত হয়েছে, মূলত লেখকের স্মৃতির উজ্জ্বল উদ্ধার ও বিন্যাসের গুণে। বিভূতিভূষণের প্রধান বৈশিষ্ট্য চারপাশের প্রকৃতিকে দু-চোখ ভরে নিত্যনব আবিষ্কারের মধ্যে দেখার আনন্দে। প্রকৃতি ও মানবজীবনের অন্তহীন গভীর রহস্য-অনুসন্ধানী ছিল এই লেখকের অন্তর্দৃষ্টি, যার স্বাক্ষর মেলে এই সব অভিজ্ঞতামিশ্রিত চিত্রমালায়।

লেখকের পৈত্রিক আদি নিবাস চালকী-বারাকপুর গ্রামে। পিতামহ কবিরাজ তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পুত্র মহানন্দকে ইটিণ্ডা ঘাটের ওপারের পানিতর গ্রাম থেকে নিয়ে এসে চালকী-বারাকপুর গ্রামে বসবাস করতে শুরু করেন। দশই জুন (10.6.34) তারিখে লেখক বিভূতিভূষণ প্লট বা কাহিনীর সূত্রাবলীর যে প্রাথমিক খসড়া লিখে রেখেছিলেন তাঁর সেই অগ্রন্থিত লেখার এই অংশে সেই গ্রামের খণ্ড খণ্ড চিত্র, তথ্যসূত্র, বর্ণনা এবং পরিবেশচিত্রণ আমাদের নজরে আসে। সে বছরই তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'দৃষ্টিপ্রদীপ' লিখেছিলেন। এতে যে ছাত্রীটির কথা অধিকাংশ স্থান জুড়ে প্রাধান্য পেয়েছে, 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এর মধ্যে লেখক বিভূতিভূষণ হুবহু তারই আদলে 'হিরণ্ময়ী'র চরিত্রটি এঁকেছিলেন।

এই সময়েই ইছামতী নদীকে নিয়ে লেখার পরিকল্পনা বিভূতিভূষণের মাথায় আসে। সে সময় লেখা ডায়েরিতেও তাঁর সেই ভাবনা বা পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। অগ্রন্থিত এই তথ্যসূত্র লিপিতে তিনি লিখেছিলেন, 'ইছামতীর তীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অজানা ফুল ফুটেচে (ডায়েরিতে এর কথা লিখেচি আজ) প্রথম হেমন্তে। ডাঙায় তিৎপল্লা ফুল, ঐ অজানা ফুল, নীল বনকলমী, কেয়োঝাঁকা, বন-শিম,—জলে নীল বনকলমী, কচুরিপানার ফুল। এই আবহাওয়ার মধ্যে ছোট একটি কিশোরী কোনো গ্রামের একটা মুক্তাগর্ভ ঝিনুক পেয়েছে। বেশ মানাবে। শেষ হেমন্তের সময়। গ্রামের সকলের সুখ দুঃখ জড়িয়ে 'ইছামতী' হবে বইখানার নাম। এই অংশে ইছামতীর আশ্চর্য কাব্যমিশ্রিত বর্ণনার পাশাপাশি একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রেরও সন্ধান মেলে। সেই কিশোরী যে মুক্তাগর্ভ ঝিনুকটি পেয়েছিল তার উল্লেখ মেলে বিভূতিভূষণের 'ইছামতী'উপন্যাসের 'নিস্তারিণী'র চরিত্র-চিত্রণে। নিস্তারিণী নিঃসন্দেহে একটি প্রগতিশীল নারীচরিত্রও বটে।

পিতামহ কবিরাজ তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদলে চিত্রিত হয়েছিল 'ইছামতী' উপন্যাসের রামকানাই কবিরাজের চরিত্র, যা এই অগ্রন্থিত অংশে উল্লেখিত হয়েছে। এছাড়া, 'গো-রক্ষিণী' সংস্থার কথা লেখকের নিজের জীবনের নানা সূত্রে মিশে আছে। 'অভিযাত্রিক' ভ্রমণগ্রন্থে লেখকের 'গো-রক্ষিণী' সংস্থায় চাকরির বহু তথ্যাদির পরিচয় মেলে। যমুনাদাস মাড়োয়ারি চরিত্রটিও আসলে কেশোরাম পোদ্দার চরিত্রটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

লেখক বিভূতিভূষণ সেকালের বিখ্যাত Wide World পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন। পত্রিকাটি ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণীয় ও মূল্যবান পত্রিকা হিসেবে সারা বিশ্বে প্রচারিত হত। লন্ডন থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত একটানা নিয়মিত প্রকাশিতহয়েছিল। পত্রিকাটির কয়েকটি বাৎসরিক খণ্ড লেখকের পারিবারিক সংগ্রহে আজও বর্তমান। ১৯২৭-২৮ সালে এই পত্রিকায় 'Sparks (Radio operator) নামে একটি রচনা পাঠক বিভূতিভূষণের নজরে আসে। রচনায় বর্ণিত Greek Ship-এর মধ্যে একটি ছেলের ওপর অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনীটি লেখকের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। ঘটনাটির সময়কাল ছিল বিভূতিভূষণের সমসাময়িক। যে কোনো সমসাময়িক ঘটনার ছায়াপাত তার স্নেহার্দ্র ও কোমল ভাবুক মনকে স্পর্শ করত। সেই গ্রীক জাহাজে 'Cruelty'-র সূত্র ও ঘটনাবলীর দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন এবং ঘটনাবলীর আদলে তিনি একটি নভেল লিখতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। অবশ্য বিভূতিভূষণের মতো কোমলহৃদয়, প্রকৃতির রূপসন্ধানী মুগ্ধ তাপসের পক্ষে স্বার্থপর, ছোট বা নীচঅর্থাৎ Cruel চরিত্র নিয়ে নভেল লেখা বাস্তবে অসম্ভব ছিল। লেখকের সেই রচনা পরিকল্পনা তাই তাঁর ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে।

এই রচনায় অর্থাৎ অগ্রন্থিত অংশে 'খুকু'র কথা লেখকের ভাবনায় বহুবার উল্লেখিত হয়েছে। লেখকের বাস্তবজীবনেও 'খুকু'র অস্তিত্ব ছিল। তার ভালো নাম ছিল প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই খুকুর সঙ্গে লেখকের ছিল স্নেহ ও প্রীতির নিবিড় যোগাযোগ। লেখকের ব্যক্তিজীবনেও তাঁর কথা নানাসময়ে উল্লেখিত হতে দেখা যায়। দীর্ঘকাল ঘরসংসার করার পর মাত্র কয়েকবছর আগে পরিণত বয়সে প্রীতিলতা বাঁকুড়ায় প্রয়াত হন। লেখকের অন্যান্য রচনায়ও এই প্রীতিলতা ওরফে খুকুর নিঃশব্দ পদচারণা লক্ষ্য করা যায়।]

বাঁধন সেনগুপ্ত

২০.৩.৯৭